সংগ্রাম বার্তা

একটি উপকূলীয় উন্নয়ন সাময়িকী

১৯ তম বর্ষ | সংখ্যা ৬৮ | অক্টোবর ২০২৩

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সংগ্রাম কাকচিড়া অফিস প্রাঙ্গনে বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষ রোপন করছেন সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী মোহাম্মদ মাসুম।

বিশ্ব শিক্ষক দিবসে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের সম্মাননা দিয়েছে সংগ্রাম

১৯৯৪ সাল থেকে প্রতি বছর ৫ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে শিক্ষক দিবস। ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে শিক্ষকের মর্যাদা সংক্রান্ত আন্তঃ সরকার সম্মেলনে ইউনেস্কো এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা শিক্ষকদের অধিকার, দায়িত্ব এবং মর্যাদা সম্পর্কে একটি যৌথ সুপারিশমালা প্রণয়ন করে। ওই দিনকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৯৯৪ সাল থেকে ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। শিক্ষকতা পেশাকে সম্মানজনক অবস্থানে নেওয়াসহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ, নিয়োগ ও পদোন্নতি, দায়িত্ব ও অধিকার, চাকরির নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা বিধানের প্রক্রিয়া, পেশাগত স্বাধীনতা, কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, কার্যকর শিক্ষাদান ও শিখনের পরিবেশ সৃষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর এই শিক্ষকদের সম্মানে এবারে "কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার জন্য শিক্ষক : শিক্ষক স্বল্পতা পূরণ বৈশ্বিক অপরিহার্যতা" এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা সংগ্রাম শিক্ষকদের মর্যাদাকে সমুন্নত করতে জেলা পর্যায়ের সাতজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ও ব্যবস্থাপনা কমিটির শ্রেষ্ঠ সভাপতিকে সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করেছে। বৃহস্পতিবার (১৯ অক্টোবর) বিকেলে বরগুনা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের 'সুবর্ণ জয়ন্তী' হল রুমে এ সম্মননা প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে ক্রেস্ট ও সম্মাননা সনদ তুলে দেন জেলা প্রশাসক মোহা: রফিকুল ইসলাম। এসময় অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুম উপস্থিত ছিলেন। এ সম্মাননায় যারা ভূষিত হয়েছেন- কলেজ পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ হিসেবে বরগুনা সরকারি কলেজ এর প্রফেসর ড. মো: মতিয়ার রহমান, মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায় শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসেবে বরগুনা কলেজিয়েট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মো: শাহজাহান, মাদরাসা পর্যায় শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসেবে লক্ষীপুরা দাখিল মাদরাসার সুপার মো: মফিদুল ইসলাম, প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায় শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসেবে বামনা রুহিতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোঃ ইব্রাহীম খলিল, বেতাগীর চান্দখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নূরজাহান, পাথরঘাটা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মো: কামরুল হাসান, তালতলীর ছোট অঙ্কুজানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মিস মুন্নী। এছাড়া কাকচিড়ার আমতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ও বেতাগীর হোসনাবাদ বটতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিকে ক্রেস্ট ও সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। এসময় সকল শিক্ষকদের পক্ষে শিক্ষকদের দাবীসমূহ উপস্থাপনের মাধ্যমে বক্তৃতা করেন- পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইদ্রিসুল আলম।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো: আরিফুজ্জামান, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হয়ে বিদেশ ঘুরে আসা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: সিদ্দিকুর রহমান।

কুয়াকাটায় এসইপি 'সুপণ্য' মেলা অনুষ্ঠিত

দেশে এই প্রথমবারের মতো হয়ে গেলো বিষমুক্ত শুঁটকি মেলা এসইপি 'সুপণ্য'। শুঁটকি প্রিয় ভোক্তার কাছে বিষমুক্ত শুঁটকি পৌঁছে দেয়ার অভিপ্রায়ে এক্সপ্রেশন এনরুট ও সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)'র যৌথ উদ্যোগে মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সহযোগিতা করেছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। মেলাটি বাস্তবায়ন করেছে বরিশাল বিভাগ'র অন্যতম এনজিও সংগ্রাম। শুক্র ও শনিবার (১৩ ও ১৪ অক্টোবর) পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা সমুদ্র বিচ সংলগ্ন ট্যুরিজম পার্কের মাঠে এ শুঁটকি মেলার আয়োজন করা হয়। পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) জাহাঙ্গীর হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে এ মেলার উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত শুঁটকি মেলার উদ্বোধনী আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন- সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- কুয়াকাটা পৌর মেয়র আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, সংগ্রাম'র সিনিয়র পরিচালক (প্রোগ্রাম) মো. ইউসুফ, কুয়াকাটা প্রেসক্লাব'র সভাপতি নাসির উদ্দিন বিপ্লব, কুয়াকাটা টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরাম'র সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সংগ্রাম'র সহকারি পরিচালক এ এন এম আশরাফ উদ্দিন, টুরিস্ট পুলিশ'র উপ-পরিদর্শক হাফিজুর রহমান, কুয়াকাটা শুঁটকি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মো: আলম খান সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ। সংগ্রাম'র বাস্তবায়নে এবং এসইপি এর আওতায় বিষমুক্ত ও পরিবেশ বান্ধব উপায়ে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় শুঁটকি উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের লক্ষে সংগ্রাম এসইপি প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদনকারীদের প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি সহায়তা, পরিবেশ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, শুঁটকি ব্যবসায়ীদের ঋণ সহায়তাসহ নানামুখী কর্মসূচী পালন করছে। এরই অংশ হিসেবে ১৩ ও ১৪ অক্টোবর এসইপি সুপণ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে বিষমুক্ত নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরীকৃত শুঁটকি বিক্রির স্টল ও সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কিশোর-কিশোরীরাই পারে এ দেশকে বাঁচাতে -চৌধূরী মুনীর হোসেন

কৈশোরকাল মানুষের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। কৈশোরকালীন এই স্বর্ণালী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিৎ করার প্রত্যয়ে সংগ্রাম বরগুনা সদর উপজেলায় ১৯৮টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন করেছে। এতে ১৫২৩ জন কিশোর ও ১৭১২ জন কিশোরী অন্তর্ভুক্ত হয়ে সমাজ উন্নয়নে নানা রকমের অবদান রেখে চলেছে। কিশোর-কিশোরী ক্লাবগুলোর সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য উপজেলা কমিটির সদস্যবর্গকে নিয়ে সংগ্রাম প্রধান কার্যালয়ে উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

"বর্তমান প্রজন্ম ডিজিটাল যুগে এসে অপসংস্কৃতির সাথে জড়িত হয়ে অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটাচ্ছে; তা কারোরই কাম্য নয়। খারাপ কোন সংস্কৃতির সাথে সময় ব্যায় না করে যে ছেলে-মেয়েরা সামাজিক অবক্ষয় রোধে যারা কাজ করে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে সংগ্রাম'র কিশোর-কিশোরী ক্লাবগুলো অন্যতম। এসকল ক্লাবের কিশোর-কিশোরীরাই পারে এ বরগুনাকে বাঁচাতে"। কৈশোর কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত উপজেলা সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধূরী মুনীর হোসেন এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, "সব ধরণের সামাজিক অবক্ষয় থেকে একটি এলাকা, একটি উপজেলা, একটি জেলা ও একটি অঞ্চলকে রক্ষা করতে পারলেই গোটা দেশ থেকে এমন অবক্ষয় নির্মুল করা সম্ভব হবে। এতে কেবল প্রয়োজন কিশোর-কিশোরীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা"।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহযোগীতায় ও সংগ্রাম'র বাস্তবায়নে শুরু হয়েছে কৈশোর কর্মসূচির উপজেলা ভিত্তিক মাসিক সমন্বয় সভা। শনিবার (২৬ আগস্ট) বরগুনা পৌর শহরের শহীদ স্মৃতি সড়কে সংগ্রাম প্রধান কার্যালয়ের হল রুমে প্রথম সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় কিশোর-কিশোরী ক্লাব'র সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও মেন্টর সহ ৩০ জন কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করেন। এতে জীবন দক্ষতা, নৈতিক শিক্ষা, শিশু সুরক্ষা, শিশুর লালন-পালন, জেন্ডার সমতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, খাদ্য ও পুষ্টি, মানববৈচিত্র্য, জুরুরি অবস্থা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জীবিকার্জনের দক্ষতা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ে এই সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়াও সফ্‌ট স্কিল উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এর মধ্যে শুদ্ধ উচ্চারণ, কবিতা আবৃত্তি ও বক্তৃতায় বিশেষ নজর দেয়া হচ্ছে। মাসিক এ সমন্বয় সভায় কৈশোর কর্মসূচি'র ফোকাল পারসন মো: মাসউদ সিকদার, কৈশোর কর্মসূচির উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার মিজানুর রহমান, মো: জাহাঙ্গীর আলম, পেইজ সানফ্লোয়ার'র প্রকল্পের এভিসিএফ মো: ফজলুল হক সোহাগ, দৈনিক স্বাধীন বাণী পত্রিকার বার্তা সম্পাদক মো: সানাউল্লাহ রিয়াদ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা সফর

পেঁয়াজ বীজ থেকে চারা উৎপাদনের প্রযুক্তি বিষয়ে চাষীদের বাস্তবভিত্তিক ধরণা গ্রহনের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম বাস্তবায়িত 'সূর্যমুখীর উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' উপ প্রকল্পের ৩জন স্টাফ ও ৩জন কৃষক পেঁয়াজ চাষের উপর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য গত ১০ থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত মেহেরপুরে ওয়েব ফাউন্ডেশনের মাঠ পরিদর্শন করেন। এই সফরে উক্ত প্রকল্পের ভ্যালুচেইন ফেসিলিটেটর কৃষিবিদ মুসলিমা খাতুন, এভিসিএফ ফজলুল হক সোহাগ ও মো: মাসুদুর রহমান এবং কৃষক মো: আবদুল খালেক, মো: মতিউর রহমান এবং মো: জাহাঙ্গীর হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকায় সাধারণত পেঁয়াজ চাষ হয়না। বীজ থেকে কিভাবে পেঁয়াজ চাষ করতে হয় সে বিষয়ে কৃষকদের তেমন অভিজ্ঞতা না থাকায় বরগুনা জেলায় কৃষকরা পেঁয়াজ চাষ করেনা। অথচ অত্র এলাকার মাটি পেঁয়াজ চাষের জন্য উপযোগি। মেহেরপুরে রবি ও খরিপ-২ মৌসুমে প্রচুর পেঁয়াজ চাষ হয়। তাই বীজ থেকে পেঁয়াজ চাষ পদ্ধতি সরাসরি প্রত্যক্ষ করা এবং মাঠ পর্যায়ে সেখানকার চাষিদের পরামর্শ গ্রহনের লক্ষ্যে অত্র উপ-প্রকল্পের লোকবল এই অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে অংশ নেয়।

পেঁয়াজ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

পাথরঘাটায় গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ বিষয়ক এক দিনব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। হাড়িটানা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে এই প্রশিক্ষণ গত ২১ অক্টোবর সম্পন্ন হয়। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহযোগিতায় এবং ইফাদ'র অর্থায়নে সংগ্রাম বাস্তবায়িত 'সূর্যমুখীর উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' উপ প্রকল্পের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণের শুরুতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রকল্পের সমন্বয়ক কৃষিবিদ মুসলিমা খাতুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন পাথরঘাটা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো: শওকত হোসেন। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন চৌধূরী মাসুম কৃষি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কৃষিবিদ মো: জাকির হোসেন, উপ সহকারি কৃষি অফিসার শ্যামল চন্দ্র হাওলাদার, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের এভিসিএফ ফজলুল হক সোহাগ ও মো: মাসুদুর রহমান। অত্র প্রশিক্ষণে 'সূর্যমুখীর উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' উপ প্রকল্পের ২৫ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণে কৃষকদের পেঁয়াজ বীজের জাত, জমি প্রস্তুত, আন্তঃপরিচর্যা এবং রোগ ও পোকামাকড় দমন প্রভৃতি বিষয়ে আধুনিক কলাকৌশল হাতে কলমে শেখানো হয়।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপন

"সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রবীণদের জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রজন্মের ভূমিকা" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বরগুনার পাথরঘাটা সদর ইউনিয়ন ও বামনার ডৌয়াতলা ইউনিয়নে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই সাথে বয়স্ক ভাতা ও বিভিন্ন অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় ও সংগ্রাম'র উদ্যোগে ১ অক্টোবর পাথরঘাটাস্থ বারী আজাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রবীণ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা শেষ হলে প্রবীণদের উপস্থিতিতে স্থানীয় বাজারে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগ্রামের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো: মাসউদ সিকদার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন সংগ্রাম বাস্তবায়িত প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির পারঘাটা ইউনিয়নের সভাপতি ডা: শৈলেন্দ্র নাথ।

অন্যদিকে বামনা উপজেলায় ডৌয়াতলা ইউনিয়নের গুদিঘাটা বাজারে স্থানীয় প্রবীণদের উপস্থিতিতে র‍্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। অতপর সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ডৌয়াতলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সওকাতুল ইসলাম জলিল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডৌয়াতলা প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সভাপতি অমূল্য রতন গাইন।

এই অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথিগণ এই প্রকল্পের আওতায় ৮৪জন প্রবীনকে ৫০০ টাকা করে বয়স্ক ভাতা প্রদান করেন। ১ জন অসচ্ছল প্রবীণকে ভরন-পোষন ও আবাসন ব্যবস্থা করার জন্য ২০০০ টাকা প্রদান করেন। ৫জন মৃতের সৎকারের জন্য ১০,০০০ টাকা প্রদান করেন। প্রবীণদের কল্যাণে সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় পাথরঘাটা ইউনিয়নে প্রবীন জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বয়স্ক ভাতা প্রদান, চিকিৎসা প্রদান, বয়স্কদের বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

পাথরঘাটায় ১৭৯০ শিক্ষার্থীর মাঝে বৃক্ষচারা বিতরণ

পাথরঘাটা ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ১৭৯০ শিক্ষার্থীকে ফলজ ও বনজ চারাগাছ প্রদান করা হয়েছে। পাথরঘাটা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মাদ মহাসিন কবির আনুষ্ঠানিকভাবে এই চারাগাছ শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের রুহিতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন সাইক্লোন শেল্টারে অনুষ্ঠিত চারাগাছ বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগ্রাম এর প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী মোহাম্মদ মাছুম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাথরঘাটা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মাদ মহাসিন কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পাথরঘাটা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, রুহিতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক জগদীশ চন্দ্র, সদর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. রেজাউল করিম। সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকান্ড তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সংগ্রাম'র পরিচালক মো. মাসউদ সিকদার। বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যার উপর আলোকপাত করেন সংগ্রাম বাস্তবায়িত পেস সূর্যমূখী প্রকল্পের সমন্বয়ক কৃষিবিদ মুসলিমা খাতুন। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে এবং সংগঠিত গ্রামোন্নায়ন কর্মসূচি (সংগ্রাম) এর বাস্তবায়নে বৈকালীন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ১৭শ' ৯০ শিক্ষার্থী পরিবারের মাঝে এই বৃক্ষচারা বিতরণ করা হয়। বক্তারা তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, পাথরঘাটা ইউনিয়নে বিতরণকৃত এই ৩৫৮০টি বৃক্ষ আগামী দিনে পাথরঘাটা ইউনিয়নকে সবুজে ছেয়ে ফেলবে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত

সমৃদ্ধি কর্মসূচি স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম এর আওতায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে বিনামূল্যে মেডিসিন ও শিশু বিষয়ে ২টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ক্যাম্পের মাধ্যমে ৪২২ জন রোগিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। মেডিসিন বিষয়ে চিকিৎসা প্রদান করেন- পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের কনসালটেন্ট ডা: মোহাম্মাদ মিনহাজ উদ্দিন ভূঁইয়া এবং শিশু বিষয়ে চিকিৎসা প্রদান করেন- সংগ্রাম হেল্থ কেয়ার সেন্টারের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: নিউটন হালদার। গত রোববার (১৭ সেপ্টেম্বর) পাথরঘাটার হাতেমপুরে অবস্থিত সংগ্রাম হেলথ কেয়ার সেন্টারে স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্প এর মাধ্যমে পাথরঘাটার ১৫৪ জন মেডিসিন রোগি ও ৩৩ জন শিশু রোগীর ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন দায়িত্বরত চিকিৎসক। পরে সোমবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বামনা উপজেলার ডৌয়াতলা ইউনিয়নের মধ্য কাকচিড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় ক্যাম্পের অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্যাম্পের মাধ্যমে ডৌয়াতলা ইউনিয়নের ১৮১ জন মেডিসিন রোগি ও ৫৪ জন শিশু রোগীর ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন চিকিৎসকরা। ক্যাম্প চলাকালীন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পাশাপাশি সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ ব্লাডপ্রেসার পরিমাপ, ডায়াবেটিস নির্ণয়, শিশুদের ওজন, উচ্চতা, মোয়াক নির্ণয়সহ বিভিন্ন রকমের স্বাস্থ্য বিষয়ক সহযোগিতা করেন। সংগ্রাম'র ২৭ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক এই ক্যাম্পে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন। পাথরঘাটা ও বামনা উপজেলায় সংগ্রাম'র মাধ্যমে ১১ বছর যাবৎ সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এই কর্মসূচির আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা করছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

জাতীয় শোক দিবসে সংগ্রাম'র নানা আয়োজন

মহাকালের মহানায়ক বাঙ্গালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সংগ্রাম বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। ওই দিন প্রধান কার্যালয়সহ সংগ্রাম'র পঞ্চাশটি শাখায় সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পতাকা উত্তোলন করা হয়। পাশাপাশি সংগ্রাম'র স্ব স্ব উপজেলায় অবস্থিত কার্যালয়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর রুহের মাগফেরাত কামনায় পাথরঘাটায় শামসুন্নাহার হাফিজী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীগণ কোরআন তেলাওয়াত করেন। ১৫ আগস্ট জোহর নামাজ বাদ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- পাথরঘাটা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মো: জাবির হোসেন। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। আলোচনা সভা শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে ৬০ জন দু:স্থ, দরিদ্র ও এতিম শিক্ষার্থীকে পাঞ্জাবী প্রদান করা হয়। পাথরঘাটায় কোরআন খতম ও দোয়া মোনাজাতে অংশ নেয়া এতিম ও হাফেজী ২০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে দুপুরের খাবার বিতরণ করা হয়। এছাড়াও জাতীয় শোক দিবসের তাৎপর্যের উপর ভিত্তি করে সংগ্রাম'র কাকচিড়া শাখা কার্যালয়ে বিনা মূল্যে চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এই চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে ১২৭ জন রোগিকে সেবা দেয়া হয়। ২৫ রোগিকে ছানি অপারেশনের জন্য মনোনীত করা হয় এবং ১৫ আগস্ট এসকল রোগিকে অপারেশনের জন্য বরিশাল ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে নিয়ে পর্যায়ক্রমে অপারেশন করার প্রক্রিয়া গ্রহন করা হয়। রোগিদের যাতায়াত, কালো চশমা, ওষুধ ও অপারেশনের সমুদয় খরচ সংগ্রাম বহন করেছে। জাতীয় শোক দিবস ও ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে পাথরঘাটা উপজেলার হাড়িটানা দাখিল মাদ্রাসায় সংগ্রাম ১৪ আগস্ট দিনব্যাপি বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে। এই ক্যাম্পের মাধ্যমে ৬১ শিশুকে বিনামূল্যে পুষ্টিকনা, ৪৫০ ব্যক্তিকে বিনামূল্যে কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরণ, ২৩ জন গর্ভবতী ও প্রসূতিদের আয়রন ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট প্রদান, ১০২ জনকে বিনামূল্যে ডায়াবেটিস পরীক্ষা এবং ১৫৬ জনের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়। সংগ্রাম হেল্‌থ কেয়ার সেন্টারের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার নিউটন হালদার চিকিৎসা প্রদান করেন। তার সাথে সহযোগি হিসেবে ছিলেন- সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য কর্মকর্তা প্যারামেডিক ডাক্তার মোঃ মিজানুর রহমান। ব্লাড পরীক্ষা করেছেন সংগ্রাম হেল্‌থ কেয়ার সেন্টারের প্যাথলজিক্যাল এসিস্ট্যান্ট জয়দেব সরকার। ক্যাম্প ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন প্যারামেডিক ডাক্তার আমিনুল হক বাবু। এই ক্যাম্পে সংগ্রাম বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচির ১৬ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন। একই সাথে শোক দিবসকে কেন্দ্র করে সংগ্রাম'র ১১ টি শাখা কার্যালয়ের চত্বরে বিলুপ্ত প্রায় ৪ প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

শেখ রাসেল দিবস উদযাপন

১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস ঘিরে নানা আয়োজনের মাধ্যমে সংগ্রাম দিবসটি উদযাপন করেছে। সংগ্রাম প্রধান কার্যালয়ে স্টাফদের উপস্থিতিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা জনাব চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুম। সভাপতিত্ব করেন সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধূরী মুনীর হোসেন। শেখ রাসেল'র জীবনভিত্তিক আলোচনা করেন উপ-নির্বাহী পরিচালক চৌধূরী মোহাম্মদ মঈন। সংগ্রাম'র পরিচালক (অর্থ) রেশমাতুজ্জামান, পরিচালক (ঋণ) মো: হুমায়ুন কবির, জোনাল ম্যানেজার ফয়সাল আহম্মদ। সংগ্রাম'র বিভিন্ন প্রকল্পের স্টাফগণ এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সংগ্রাম পাথরঘাটা শাখার আওতায় পাথরঘাটা আমেনা জামে মসজিদে ১৮ অক্টোবর আসর নামাজের পরে দোয়া অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় 'উন্নয়নে যুব সমাজ' এর যুবকরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেল'র শুভ জন্মদিনকে ঘিরে "শেখ রাসেল দিবস" উদযাপন করে। ঐ দিন সকাল ১০.০০ ঘটিকায় হাড়িটানা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কনফারেন্স রুমে আলোচনা সভা ও শেখ রাসেলের জীবনভিত্তিক কুইজ প্রকিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। সংগ্রাম'র কৈশোর কর্মসূচির আওতায় ২৪টি কিশোর কিশোরী ক্লাবে শেখ রাসেল'র জন্ম দিবস নিয়ে আলোচনা সভা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে অর্থ সহায়তা প্রদান

প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন এন্ড এন্টারপ্রাইজ (পেস) প্রকল্পের আওতায় 'ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং এবং ই-কমার্স ভিত্তিক বিপণন' বিষয়ক উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে বরিশাল বিভাগের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থ সহায়তার চেক প্রদান করেছে সংগ্রাম। ০৩ অক্টোবর সংগ্রাম'র কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের হাতে এ অর্থ সহায়তার চেক প্রদান করেন। সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধূরী মুনীর হোসেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতেই উদ্যোক্তাগণ তাদের জীবনালেখ্য তুলে ধরেন ও তাদের পণ্য পরিচিতি উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের তৈরি কেক, মাটির তৈরি আসবাবপত্র, অর্গানিক হেয়ার অয়েলসহ বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শণ করা হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- সংগ্রাম'র পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মাসউদ সিকদার, পেস প্রকল্পের প্রোজেক্ট ম্যানেজার মো: আল-আমিন। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১৬৬ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ১৬ লাখ ৩২ হাজার টাকা অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

পৃষ্ঠপোষক ঃ চৌধূরী মুনীর হোসেন
নির্বাহী সম্পাদক ঃ চৌধূরী মোহাম্মাদ মঈন, **সম্পাদক ঃ** মো. মাসউদ সিকদার, **গ্রাফিক্স ঃ** মিডিয়া অফিসার- মো. আরিফ মিয়া
ইনফরমেশন সেল, সংগ্রাম, শহীদ স্মৃতি সড়ক, বরগুনা থেকে প্রকাশিত। ফোন ঃ +৮৮ ০২৪৭৮৮৮৬৮২৮
E-mail: sangramngo@yahoo.com, Facebook: facebook.com/ngosangram, youtube.com/SangramNgo, Website: www.sangram.ngo